MAR. 19 2...

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

নকলবাজরা টিকতে পারে ন

ফয়েজ রেজা

সারাদেশে এখন চলছে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাই করে তারা প্রবেশ করতে যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার অথৈ সাগরে। অথচ এ পরীক্ষাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি নকলসহ অন্যান্য সামাজিক অনিয়ম। শুধু মফস্বলেই নয়, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া জেলাশহর বা বিভাগীয় শহরের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও অন্যান্য বছরের মতো এবারও চলছে নকল। প্রতি বছর নকল করার অভিযোগে অন্তত কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী বহিষ্কার হয়। তবুও নকলের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের কমতি নেই। অনেকে তো নকল করাকে কৃতিত্বের ব্যাপার বলে মনে করে। তারা ভাবতেই চায় না, নকলে পাস করে গেলেও মেধাবীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, বাস্তব জীবন বড় কঠিন জায়গা।

নকলের প্রতি সামাজিকভাবে সবার সমান ঘৃণাবোধ থাকলেও অকল্পনীয় ব্যাপার হলেও সত্যি, অভিভাবকরাও নকলের কাজে ছেলেমেয়েদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে। তারা ভুলে বসেছেন, এতে করে মূলত নিজের সন্তানকেই বঞ্চিত করছেন জ্ঞানের মহান জগৎ থেকে। অনেক অভিভাবকের ধারণা, নকল করে হোক বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন– ছেলেমেয়ে এসএসসি, এইচএসসি পাস থাকলে একটা অন্য রকম বাহাদুরি আছে। সে ... অনেক অভিভাবককে দেখা যায় পরীক্ষাকেন্দ্রে নিজে

উপস্থিত থেকে নকল সরবরাহ কাজে টাকা খরচ করতে
খুবই দুঃখজনক। নকল করে সার্টিফিকেট অর্জন হলেও ভ
বা চাকরির ইন্টারভিউয়ের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় টিকে
প্রতিভাবানরাই। তখন নকলে পাস করা ছাত্রছা
আমড়াকাঠের ঢেঁকির মতো ফিরে আসতে হয়। অথবা প্র
পড়ে অফিসিয়াল ডোনেশন নামক ঘুষের।

পরীক্ষাকেন্দ্রে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাকর্মীদের অবাধে
আসার ফলে গুটিকয় ছাত্রছাত্রীর সুবিধা হলেও অ
ছাত্রছাত্রীকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। মুখস্থ কর
লিখতে পারে না অনেকে। স্কুল কমিটির সদস্য ও
শিক্ষিকারাও নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে আন্তরিক ভূমিক
করছেন না। চাপের মুখে নীরব থাকছেন অনেকে। নকল
জেনেও বহিষ্কার করছেন না। যার ফলে আস্কারা পেয়ে
ছাত্রছাত্রী নোটবই খুলে উত্তর লিখছে দেদারসে। অনেকে
বাইরে বের করার সাহস পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন
এভাবে আর কতদিন চলবে? আজকের তরুণরাই আগা
দেশ গড়ার কারিগর। নকলের বোঝা মাথায় চেপে উচ্চ
দরজায় যার প্রবেশ, তার কাছে মানুষ কিভাবে আশা
একজন দক্ষ প্রশাসক।

সবাই মিলে আন্তরিক উদ্যোগ নিলে নকলব্যাধি দূর করা স
ব্যাপারে মা, বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের অগ্রণী
রাখতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কঠোর হন তাহলে হয়তো নকলকারীরা এত সোচ্চার হতে
না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পাল
তবে নকলপ্রবণতা কমতে পারে অনেকাংশে।